দুই বিঘা জমি worksheet

দুই বিঘা জমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের " চিত্রা" নামক কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা। বাংলার গ্রামীণ সমাজের শ্রেণীবিভেদ আর দুর্বলের উপর সবলের অনাচার-অবিচার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটি লিখেছেন। এই কবিতায় গরীব শ্রেণীর অসহায়ত্বের দিক দেখানো হয়েছে। এখানে একটি লোকের জমি জোর করে জমিদার এর দখলে নেওয়ার ঘটনা অতি নিপুণভাবে কবিতার ছন্দে বলা হয়েছে। এই কবিতার উপর ভিত্তি করে হিন্দি দো বিঘা জমিন চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়।

কাহিনী সংক্ষেপ

গরিব কৃষক উপেন একজন প্রান্তিক কৃষক। তার যে জমিজমা ছিল তার মধ্যে দুই বিঘা জমি ছাড়া সবই ঋণের দায়ে তাকে হারাতে হয়েছে। তার সম্বল এখন শুধু ভিটেমাটির এই দুই বিঘা জমি। কিন্তু উপেনের কপাল খারাপ। তার এলাকার জমিদার বাবুর ভূমির শেষ নেই। তবুও জমিদার বাবুর নজর পড়ে উপেনের দুই বিঘা জমির উপর। বাবু উপেনের জমি কিনতে চান। শুনে উপেন বলে, রাজা এই দেশের মালিক আপনি, জায়গার অভাব নেই কিন্তু আমার এই জায়গাটি ছাড়া মরার মতো ঠাঁই নেই; উপেন দুই হাত জোড় করে বাবুর কাছে ভিটেটা কেড়ে না নেওয়ার অনুরোধ করে। এতে বাবু রেগে চোখ গরম করে চুপ করে থাকেন। নাছোড়বান্দা বাবু দেড় মাস পরেই মিথ্যে ঋণের দায়ে উপেনের প্রতি ডিক্রি জারি করেন। উপেন নিজের ভিটে ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

এভাবে ১৫/১৬ বছর কেটে যায়। অনেক তীর্থস্থান, শহর, গ্রাম সে বিচরণ করে, তবুও উপেন তার দুই বিঘা জমির কথা ভুলতে পারে না। তাই মাতৃভূমির টানে উপেন একদিন নিজ গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে এসে নিজ বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়ে দেখে বাড়িতে আগের কোন চিহ্ন নেই। উপেনের মন বিষণ্ন হয়ে পড়ে, তার বসতভিটা নিজ ঐতিহ্য ভুলে অন্য রূপ ধারণ করেছে। নিজের বাড়িতে এসে উপেন স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। তার চোখ জলে ভরে যায়। অবশেষে তার ছেলেবেলার সেই আমগাছটির দিকে চোখ পড়ে উপেনের। স্মৃতিময় আমগাছটি দেখে তার মনের ব্যথা দূর হয়ে যায়। আমগাছটির নিচে বসে সে ভাবতে থাকে ছেলেবেলার কথাগুলো। তখন হঠাৎ তার কোলের কাছে দুটি আম ঝরে পড়ে। ক্ষুধার্ত উপেন ভাবে আমগাছটি তাকে চিনতে পেরে দুটি আম উপহার দিয়েছে। কিন্তু আম দুটি হাতে নিতেই বাগানের মালি লাঠি হাতে এসে উপেনকে গালিগালাজ করে, উপনকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যায়। বাবু তখন মাছ ধরছিলেন। মালির কাছে সব শুনে বাবু রেগে উপেনকে বকা দেন, মারতে চান। উপেন কাতর হৃদয়ে বাবুর কাছে আম দুটো ভিক্ষা চায়। কিন্তু বাবু উপেনকে সাধুবেশী চোর বলে উল্লেখ করেন। এতে উপেন হতভম্ব হয়ে যায়। চোর উপাধি শুনে উপেনের চোখ দিয়ে ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা ও পরিহাসের কথা মনে পড়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর:

১. ভূস্বামীর প্রস্তাবের কত দিন পরে উপেন ভিটে-মাটি ছেড়ে পথে বের হয়?

ক. এক মাস খ. দেড় মাস

গ. দুই মাস ঘ. আড়াই মাস

২. রাজার হস্ত করে সমস্ত কার ধন চুরি?

ক. গরিবের খ. উপেনের

গ. কাঙালের ঘ. পারিষদের

৩. কত খ্রিষ্টাব্দে কবিগুরু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

ক. ১৯১১ খ. ১৯১২

গ. ১৯১৩ ঘ. ১৯১৪

৪. 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' এখানে চোর বলা হয়েছে কাকে?

ক. উপেন খ. ভূস্বামী

গ. পারিষদ ঘ. মালী

৫. উপেন কত বছর পরে নিজ গ্রামে প্রবেশ করে?

ক. দশ-পনেরো

খ. চৌদ্দ-পনেরো

গ. পনেরো-ষোলো

ঘ. পনেরো-বিশ

৬. উপেন জন্মভূমিকে কী বলে ধিক্কার দিয়েছে?

ক. নিলাজ কুলটা খ. নিলাজ জননী

গ. নিলাজ দাসি ঘ. দাসি জননী

৭. দুই বিঘা জমির সবকিছু নিশ্চিহ্ন হলেও কালের সাক্ষী হিসেবে এখনো কোন স্মৃতিচিহ্নটুকু আছে?

ক. প্রাচীর খ. শাকপাতা

গ. পুষ্পিত কেশ ঘ. আমগাছ

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরঃ

প্রশ্ন ১। উপেনের সব জমি কীভাবে খোয়া গেছে?

উত্তর : উপেনের সব জমি ঋণের দায়ে খোয়া গেছে।

প্রশ্ন ২। এ জগতে কে বেশি চায়?

উত্তর : যার ভূরি ভূরি আছে।

প্রশ্ন ৩। রাজার হস্ত কী করে?

উত্তর : কাঙালের ধন চুরি করে।

প্রশ্ন ৪। উপেন কোন বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে?

উত্তর : সন্ন্যাসীর বেশে।

প্রশ্ন ৫। আম গাছের নিচে বসে উপেনের কিসের কথা মনে পড়ল?

উত্তর : বাল্যকালের কথা মনে পড়ল।

প্রশ্ন ৬। কোন মাসে ঝড়ের পর খুব সকালে উপেন আম কুড়াত?

উত্তর : জ্যৈষ্ঠ মাসে।

প্রশ্ন ৭। উপেনের কোলের কাছে কয়টি আম পড়ল?

উত্তর : দুটি আম পড়ল।

প্রশ্ন ৮। যমদূতের মতো কে হাজির হয়েছিল?

উত্তর : বাগানের মালী।

প্রশ্ন ৯। জমিদার উপেনকে কী বলে অপবাদ দেয়?

উত্তর : সাধুবেশী চোর বলে অপবাদ দেয়।

প্রশ্ন ১০। মালী উপেনকে হাজির করার সময় বাবু কী করেছিলেন?

উত্তর : পারিষদের সঙ্গে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলেন।

প্রশ্ন ১১। 'ভূস্বামী' কাকে বলে?

উত্তর : অনেক জমির মালিককে ভূস্বামী বলে।

প্রশ্ন ১২। 'পাণি' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : হাত।

প্রশ্ন ১৩। 'ক্রূর' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : নিষ্ঠুর।

প্রশ্ন ১৪। 'ডিক্রি' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : আদালতের হুকুম।

প্রশ্ন ১৫। 'পারিষদ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : মোসাহেব, পার্শ্বচর।

প্রশ্ন ১৬। 'দুই বিঘা জমি' কোন ধরনের কবিতা?

উত্তর : কাহিনী কবিতা।

প্রশ্ন ১৭। 'বিঘে' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কুড়ি 20 কাঠা জমিতে এক বিঘা হয়।

প্রশ্ন ১৮। 'খত' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : ঋণের দলিল।

প্রশ্ন ১৯। 'ভূধর' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : পাহাড় বা পর্বত।

প্রশ্ন ২০। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : কথা ও কাহিনী।

প্রশ্ন ২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে।

প্রশ্ন ২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গাব্দের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ।

প্রশ্ন ২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট।

প্রশ্ন ২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গাব্দের কত তারিখে মারা যান?

উত্তর : ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ।

প্রশ্ন ২৫। ভগবান উপেনকে দুই বিঘার পরিবর্তে কী লিখে দিলেন?

উত্তর : বিশ্ব নিখিল লিখে দিলেন।

প্রশ্ন ২৬। নিশি-দিন উপেন কিসের কথা ভুলতে পারে না?

উত্তর : দুই বিঘা জমির কথা।

প্রশ্ন ২৭। কোন প্রহরে উপেন নিজ গ্রামে প্রবেশ করল?

উত্তর : দ্বিতীয় প্রহরে।

প্রশ্ন ২৮। মালীর মাথায় কী বাঁধা ছিল?

উত্তর : ঝুঁটি বাঁধা ছিল।

প্রশ্ন ২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর : ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য।